ভক্তি করিতে অধিকারী, তাহাই দেখানো হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ২।৭।৪৬ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে বলিয়াছেন—

তে বৈ বিদন্ত্যতিরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবর অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

স্ত্রী শূদ্র হূন শবর—এমন কি যাহাদের পাপেই উৎপত্তি সেই বেশ্যাপুত্র প্রভৃতি তাহারাও যদি অদ্ভুতপরাক্রম শ্রীহরি যাহাদের একমাত্র আশ্রয়, সেই ভগবদ্ভক্তগণের স্বভাব অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারাও শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানিতে ও তাহার মায়া অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন। অধিক কি, হংস গজ শুক শারী সর্প প্রভৃতিও ভক্তসঙ্গে যদি তাহাদের আচার ও স্বভাবের অনুসরণ করিতে পারে, তাহারাও ভগবত্ত্ব জানিতে ও মায়া উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাহা হইলে যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রীভগবানের নাম জপ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি করে, তাঁহারা যে ভগবৎতত্ত্ব জানিবে ও মায়া উত্তীর্ণ হইবে—এ বিষয়ে সংশয় করিবার অবসর কোথায়? এই প্রমাণে সকলেই যে ভগবদ্ভজনে অধিকারী, তাহাই দেখানো হইল। গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে—

কীটপক্ষিমৃগানাঞ্চ হরৌ সংন্যস্তচেতসাম্।
উর্দ্ধামেব গতিং মন্যে কিং পুনঃ জ্ঞানিনাং নৃনম্॥

শ্রীভগবান্ শ্রীহরিতে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারিলে কীট, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতির উর্দ্ধগতি লাভ হইয়া থাকে; তাহা হইলে জ্ঞানী মানবগণের যে উর্দ্ধগতি হইবে—ইহাতে আর সংশয় করিবার কি আছে? সাচার, দুরাচার, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, বিরক্ত, বিষয়াসক্ত, মুমুক্ষু, মুক্ত, ভক্তিসিদ্ধ ভক্তিতে অসিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদতাপ্রাপ্ত এবং নিত্যপার্ষদ প্রভৃতিতে সাধারণভাবে ভক্তির ব্যাপ্তি দেখা যায় বলিয়াও এই ভক্তির সর্ব্বত্র অধিকার আছে। তন্মধ্যে সদাচারনিষ্ঠে এবং দুরাচারেও যে ভক্তির অধিকার আছে, তাহাই—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেষ স মন্তব্য সম্যগ্ ব্যবহিতো হিঃ সঃ॥

দুষ্কর্ম্মরতঃ সুদুরাচারও যদি অন্য দেবতাকে ভজন না করিয়া আমাকে ভজন করে, তাহা হইলে তাহাকে সাধুই মনে করিতে হইবে—ইহা আমার সাক্ষাৎ আদেশ। যেহেতু সেই জন দুরাচার হইলেও হৃদয়ে অনন্য ভক্তিতে